মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	অগ্রগতি
১.	চুক্তির পর পার্বত্য এলাকায় মানুষের পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ১৫ টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, আর মাত্র ৯ টি এখনো বাস্তবায়নাধীন।	পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ৩৩টি বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর হওয়ার কথা। ইতোমধ্যে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি বিষয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি বিষয় এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ২৯টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৪ সালেই ৬টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়গুলোর হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।
২.	যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী আমাদের দেশের নাগরিক সেহেতু অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো তাদের ভূমির উপর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি আইন ২০০১ সংশোধন করা হচ্ছে। গঠন করা হয়েছে ভূমি কমিশন।	সম্প্রতি সরকার ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন পুনর্গঠন করেছেন। গত ০৭/৯/২০১৪ তারিখ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ার-উল-হককে পার্বত্য চট্রগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন এর চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। 'পার্বত্য চট্রগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন', ২০০১ এর সংশোধনীর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ১৯৭৬ সালে জারিকৃত 'পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ' বাতিল করে তার স্থলে "পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪" গত ০২/৭/২০১৪ তারিখ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্রগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। 'পার্বত্য চট্রগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন', ২০০১ এর বিষয়ে ৯/০১/২০১৫ তারিখে চট্রগ্রাম সার্কিট হাউসে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩.	তিন জেলায় প্রি- প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ করতে হবে,প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন এবং আবাসিক স্কুল নির্মাণ, কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরি করা যাবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্কুলে আসা যাওয়ার উপযোগী কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	তিন পার্বত্য জেলায় কতগুলো জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত, কতগুলো নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন-সে সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হচ্ছে।
৪.	সমতল এলাকার মত তিন জেলায়ও কমিউনিটি হেলথ্ ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এলাকা ভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র দরকার তা নিরূপণ করতে হবে।	কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন বিষয়টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

৫.	পপি, তামাক চাষের দিকে গুরত্ব না দিয়ে ভূট্টা চাষ সহ অন্যান্য অর্থকরী শষ্য চাষের বিষয়ে চাষীদের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গবেষণা করে রাবার চাষ উন্নয়ন, মিশ্র ফল চাষ, স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা উৎপাদনপূর্বক বাজারজাত করার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। এতে করে ঐ অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে।	তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও বরাদ্দ পাওয়া গেলে কার্যক্রম শুরু করা হবে। তামাক চাষীদের নিরুৎসাহিত করে ইক্ষু ও তুলা চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কফি, স্ট্রবেরী, রাবার চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তাগিদ দেন। তিনি বলেন ১৯৯৬ সালে এ বিষয়ে আইন পাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে ভিন্ন আঙ্গিকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে পাহাড়ের আকৃতি ঠিক রেখে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করতে হবে যেখানে পার্বত্য অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে সম্পূর্ণ আবাসিক। এছাড়া মোবাইল নেটওয়ার্কসহ ইন্টারনেট ব্যবস্থা উন্নতকরণের যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।	বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। কাপ্তাই লেকের মৌজায় ১০০ একর জায়গা প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর নান্দনিক সৌন্দর্যমন্ডিত ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ভুটানের প্রধান স্থপতি, বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি এবং ভাইস চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সমন্বয়ে গত ০৭/১২/১৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কয়েকটি ভবন এবং রানী দয়াময়ী স্কুলের কয়েকটি কক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। যার মধ্যে ২৫% পার্বত্য কোটায় ১৩ জন পাহাড়ি ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। ১০ জানুয়ারী ২০১৫ থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার দিন নির্ধারিত আছে।
৭.	ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সেদিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন।	পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কিছু এনজিও এ বিষয়ে কাজ করছে। কয়টি প্রাইমারী স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেযা হচ্ছে এবং কতটি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে এ বিষয়ে একটি সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হচ্ছে।

৮.	তিনি ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের উপর তাগিদ দেন। যেখানে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানসহ তিন জেলার যারা আসবেন তাদের কাজের পাশাপাশি ডরমিটরীতে থাকার ব্যবস্থাসহ সব ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঐ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প গ্রহণের আর্থিক ক্ষমতা ২৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা করা হয়েছে এতে করে ঐ এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে ঢাকায় "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপেক্স" নির্মাণের জন্য বেইলী রোডে ১.৯৬ একর জমি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকুলে হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত জমি নিয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৩৫০১/২০১৪ নম্বর রীট মামলা দায়ের হয়েছে। উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত থেকে রুল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত status-quo এর আদেশ প্রদান করা হয়েছে। মামলার বর্তমান অবস্থা জানিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্ন্তজাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে । এছাড়া বিজ্ঞ সলিসিটর, আইন ও বিচার বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে। স্থানীয় পর্যটন বর্তমানে পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত একটি বিষয়। নেপালভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ICIMOD (International Center For Integrated Mountain Development)-এর অর্থায়নে বান্দরবান জেলার রুমায় পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে 'হিমালিকা' নামক একটি পাইলট প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ১ লা জানুয়ারী, ২০১৫ হতে শুরু হয়েছে।
৯.	পণ্য পরিবহনের জন্য দ্রুতযান যা পানিতে চলাচল করবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি এখানে High Speed Water Vessel/Water Bus এর ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে পণ্য পরিবহনে সুবিধা হবে, খরচও কম হবে। পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Way- তে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করলে প্রণ্য পরিবহনে সুবিধা হবে।	পণ্য পরিবহনের জন্য সাংগু, চেঙ্গী ও কাপ্তাই লেকে High Speed Water Vessel/Water Bus এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না এ বিষয়ে তিন জেলা পরিষদে মতামত চাওয়া হচ্ছে।
১০.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।	তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মহিলাদের আত্ম -কর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে গাভী পালন প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য সকল পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হচ্ছে। পার্বত্য এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিসিক কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাঁশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পণ্য বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে সকল পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের পত্র দেয়া হচ্ছে।